গাংনীতে বিএনপির সমাবেশ স্থলের কাছে ৩টি টাইম বোমা বিষ্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে তিনটি টাইম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

রোববার বিকেল ৩টার দিকে গাংনী বাজারে হাসানের চায়ের দোকানের পাশে দুটি এবং বাঁশবাড়িয়া আনসার-ভিডিপি ক্লাবের ওপর একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

গাংনী বাজারের বোমা বিস্ফোরণের স্থান থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়। আর বাঁশবাড়িয়ার বিস্ফোরণস্থলের পাশেই বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন জানান, আজ বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি রয়েছে। এ কারণে কয়েকজন নেতাকর্মীকে নিয়ে বিএনপি কার্যালয়ের কাছাকাছি একটি চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে দুটি টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিএনপির কর্মসূচি বানচাল করার জন্য এ ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি করেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাদের ধারণা, বিস্ফোরণস্থলের একটি গাছের মধ্যে টাইম বোমা রাখা হয়েছিল।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে। আমরা বিএনপি কার্যালয়েই বসে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি দুটি টিনের টুকরা ও ব্যাটারি পড়ে রয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্য কে বা কারা এগুলো রেখে গেছে, তা দ্রুত শনাক্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা শিমুল কুমার দাস বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরণের আলামত

উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

তবে তিনি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি।

আলমডাঙ্গায় আতশবাজি বিস্ফোরণে তিন শিশু জখম

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া গ্রামে ঈদের আনন্দে দিয়াশলাইয়ের বারুদ দিয়ে পটকা বানিয়ে ফোটাতে গিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের হাতের কব্জি থেকে পাঁচটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

গতকাল রবিবার বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া গ্রামের মিলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকজন শিশু মিলে নবনির্মিত একটি মসজিদের ছাদে পটকা তৈরি করে তা ফোটানোর চেষ্টা করছিল। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং ঘটনাস্থলেই তিন শিশু গুরুতর আহত হয়।

আহতরা হলেন জাকির হোসেনের ছেলে রনক (১৩), উজ্জ্বল হোসেনের ছেলে হুসাইন আলি (১০) এবং আহমেদ আলির ছেলে আলমিয়া হোসেন (১০)।

বিস্ফোরণে রনক নামের শিশুটির হাতের কব্জি থেকে পাঁচটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে স্থানীয়রা জানান। পরে স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে রনকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বাণী ইসরাইল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়রা শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ খেলাধুলা ও আতশবাজি তৈরির বিষয়ে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিকাশ দোকানে ছিনতাই, দোকান মালিক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি বিকাশ দোকানে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ছিনতাইকারীদের হামলায় দোকান মালিক নাহিদ হাসান আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত নাহিদ হাসান তেরোঘরিয়া গ্রামের বেগা শেখের ছেলে।

পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের মোবাইল টাওয়ারসংলগ্ন এলাকায় নাহিদ হাসানের ‘এমএস টেলিকম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স’ নামের একটি বিকাশ ও ইলেকট্রনিক্স দোকান রয়েছে। রাত ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করার সময় তিনজন ছিনতাইকারী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দোকানে ঢুকে নাহিদ হাসানকে ভয়ভীতি দেখায়।

একপর্যায়ে দোকানের বেচাকেনার নগদ ও বিকাশ লেনদেনের প্রায় দুই লাখ টাকা তার কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

দোকান মালিক বাধা দিতে গেলে ছিনতাইকারীরা তাকে রামদা দিয়ে আঘাত করে। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

আহত নাহিদ হাসান জানান, প্রতিদিনের মতো রাতে দোকান বন্ধ করছিলেন তিনি। এসময় তিনজন ছিনতাইকারী দেশীয় অস্ত্র হাতে তার ওপর হামলা চালায়। প্রতিরোধ করতে গেলে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে, এতে তার হাতে আঘাত লাগে। পরে তিনি স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ছিনতাইকারীদের ছোড়া ককটেলের আঘাতে বিকাশ দোকান মালিক আহত হয়েছেন। তার কাছ থেকে নগদ দুই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।

গাংনীতে মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে একটি মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে নগদ টাকা ও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কাজীপুর গোলাম বাজারের সোহেল রানার মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে।

সোহেল রানা জানান, মিষ্টির দোকানে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিলো। ধারণা করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারটি পুরানো হয়ে যাওয়ায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর আগুনের লেলিহান শিখায় পুরো দোকানটি পুড়ে গেছে। দোকানে থাকা নগদ টাকা ও খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এদিকে টাকা পয়সাসহ দোকানের অন্যান্য মালামাল পুড়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে দোকান মালিক সোহেল রানাা।

[redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ও সকালে এ বোমাগুলো পাওয়া যায়। এ শক্তিশালী বোমাগুলো ঘিরে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

এতে কোন হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে দর্শনা সহ দুটি গ্রামের মানুষের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দল।

জানাযায়, বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে দিক-বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে।

ভোর রাতে গ্রামের বড় মসজিদপাড়ার মৃত আনছার আলীর ছেলে রুবেল হোসেনের বসত ঘরের পিছনে এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এসময় লোকজন পরিত্যক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে রাস্তার উপরে দুটি বোমা রেখে যায়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া মাঝপাড়ার মৃত নুরুুল ইসলাম মাস্টারের বাঁশঝাড়ের নিচে ৪টি বোমা পড়ে আছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সার্কেল এএসপি ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ খন্দকার শহীদ তিতুমীর। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সেনাবাহিনীর একটি টিম। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দেখে কালো ও লাল কসটেপ মোড়ানো ৪টি বোমা পড়ে আছে। এ ঘটনায় গোটা দর্শনা জুড়ে বিরাজ করছে বোমা আতঙ্ক।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কেরুজ চত্বরে ভোরে ১টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা। পরে সকাল ১১টায় ১টি লাল কসটেপ মোড়ানো বোমা উদ্ধার করে বিস্ফোরণ ঘটায় বোমা ডিসপোজাল টিম রাজশাহীর র্যাব ৫ একটি দল। তারপর ১৫ ফেব্রুয়ারি কেরুজ চত্বরের পুকুরের ভিতর কালো কসটেপ মোড়ানো আরও ১টি বোমা উদ্ধার করে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দর্শনা কেরুজ চত্বরে যৌথ চিরনী অভিযানে আরও ৪টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করে। এ বোমাগুলো ঘিরে রাখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পরের দিন বিকাল ৪টায় যশোর সেনাবাহিনীর বোমা ডিসপোজাল একটি টিম বোমাগুলো বিকট শব্দে নিষ্ক্রীয় করে। গত ৪ দিনের মাথায় আবারও ১ বোমা বিস্ফোরণ ও ৬টি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় দর্শনাবাসিকে বেশ ভাবিয়ে তুলছে।

এ বিষয়ে এএসপি জাকিয়া সুলতানা বলেন, “আমরা বোমা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। তবে যে কোন সময় আমরা অপরাধীকে ধরে ফেলব।” এদিকে বোমাগুলো ঘিরে রেখেছে

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরুজ ক্লাবের পাশে বোমা বিস্ফোরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরুজ ক্লাবের পাশে ভোররাতে বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা। এতে আতঙ্কে ঘুম ভাঙে এলাকাবাসীর। এছাড়া, ঘটনাস্থলে আরও একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে, যা নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া চলছে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ভোরে কেরুজ জেনারেল অফিসের অদূরে ক্লাবের পাশে একদল দুর্বৃত্ত লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। বিকট শব্দ শুনে এলাকাবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং শব্দের উৎস জানতে পরিচিতজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সকালে স্থানীয়রা কেরুজ ক্লাবের পাশে একটি ঝোপের মধ্যে লাল কসটেপে মোড়ানো আরেকটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দামুড়হুদা সার্কেলের এএসপি জাকিয়া সুলতানা এবং দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের হুমায়ন আহমেদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

এএসপি জাকিয়া সুলতানা বলেন, “আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সেখানে লাল কসটেপ মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তবে এটি সত্যিকারের বোমা কিনা, তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যাবে। রাজশাহীর বোম্ব ডিসপোজাল টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে।”

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমীর বলেন, “ঘটনার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কেরুজ ক্লাব এলাকা লাল ফিতা দিয়ে ঘিরে রেখেছি এবং পুলিশ সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। বোমাটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য রাজশাহী র্যাবকে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এসে প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নেবে।”

এ বিষয়ে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকর্তা এডিএম গালিব হাসানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, “কেরুজ ক্লাবের পাশে লাল কসটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্যিকারের বোমা কিনা, তা বোম্ব ডিসপোজাল টিম পরীক্ষা করে নিশ্চিত করবে।”

ঘটনাটি নিয়ে কেরুজ চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পরিত্যক্ত বোমা বিস্ফোরণে কৃষক আহত

মেহেরপুরের শোলমারী গ্রামের একটি আমবাগানে পরিত্যক্ত বোমা বিস্ফোরণে এক কৃষক অহত হয়েছেন। আহত কৃষক সোহানুর রহমান সোহান(৩৫) সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

বুধবার (৩ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে শোলমারী গ্রামের ঈদগাহ পাড়ার হয়জদ্দিনের আম বাগানে এই ঘটনা ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে এলাকাবাসী এগিয়ে এসে আহত সোহানকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা গুরুতর হওয়াতে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তবে ঘটনাস্থলটি মাদকের অভয়ারণ্য হওয়াতে এবং এলাকাটিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্রিক উত্তেজনা থাকাতে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

আরিফ নামের স্থানীয় এক কৃষক বলেন, প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও সোহান

তার কৃষি জমিতে যাচ্ছিল। পথে হয়জদ্দিনের আম বাগানের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় গাছে নিচে পড়ে থাকা দড়ি দিয়ে বাঁধা প্লাস্টিকের একটি ব্যাগে পা পড়ে। এসময় বিকট বিস্ফোরনের শব্দ হয়। পরে আমরা গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) আহসান খান বলেন, ‘আমরা এখন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছি। এখনই কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন হবে এবং পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

ইবিতে সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আবাসিক হল এলাকায় মধ্যরাতে সিরিজ ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। বিক্ষোভে আবাসিক হলের পাশে অনন্ত ছয়টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ বলে দাবি করেছেন নেতা-কর্মীরা।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবন এলাকা থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়ে প্রশাসন ভবনে ও মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব প্রদক্ষিণ করে ছাত্রলীগ টেণ্ডে শেষ হয়েছে। বিক্ষোভের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো পরিদর্শন করেন।

জানা যায়, হঠাৎ বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও লালন শাহ হলের দক্ষিণ ব্লকের পাশে থেমে থেমে ৬টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা৷ এ ঘটনার পর থেকেই আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। আবাসিক শিক্ষার্থীরা বহিরাগত কেউ হল এলাকায় এমন ককটেল বিস্ফোরণ করলো ভেবে অভ্যন্তরে ও বাহিরে লাঠি, রড, স্ট্যাম্প ও হকস্টিক টহল দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ

কক্ষে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার সাথে সাথে মোবাইল ফোনের কল দিয়েও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও প্রশাসন বডির ডাকলেও না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশে এ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় বলেন, ‘ গতকাল আমাদের রুমের পাশে পর পর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত ঘটনা। অন্যদিকে আবার আমাদের সভাপতির ব্লকের পাশেও একই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ।আমরা রাতে প্রক্টোরিয়াল বডিকে ডেকেছি কিন্তু তাদের কোন উপস্থিতি পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিক্ষোভ করেছি।”

তিনি আরো বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। এতে কারা জড়িত সেটা তদন্ত করা ছাত্রলীগের কাজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ। উপাচার্য স্যার একটি তদন্ত কমিটি ঘটন করবেন বলে আশা দিয়েছেন ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

জীবননগরে অটো মিলের পুরাতন বয়লার বিস্ফোরণ, শ্রমিক নিহত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মা-বাবা অটো রাইচ মিলের পুরাতন ও নিন্মমানের বয়লার বিস্ফোরণে ফয়সাল হোসেন নামে (২২) এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

রোববার বেলা পৌনে ১২ টার সময় জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের পিয়ারাতলা নামক স্থানে মেসার্স মা-বাবা এগ্রো ফুডে এ ঘটনা ঘটেছে।

নিহত ফয়সাল হোসেন জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়ার্ড লক্ষীপুর গ্রামের কামাল হোসেনের ছেলে এবং মা-বাবা এগ্রো ফুডের শ্রমিক।

প্রত্যক্ষদর্শী মো. রাকিব হাসান জানান, ফয়সাল হোসেন, রোববার

বেলা পৌনে ১২ টার সময় মা-বাবা এগ্রো ফুডের পুরাতন একটি বয়লারে মেরামতের কাজ করছিলেন। হঠাৎ করেই বিকট শব্দে বয়লারটি বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরিত বয়লারের আঘাতে ফয়সাল হোসেনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

জীবননগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল খালেক জানান, জীবননগর উপজেলার পিয়ারাতলা গ্রামে বয়লার বিস্ফোরণে ফয়সাল নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ না থাকায় পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পেক্ষিতে সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।